পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম

মথি লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায় ১১ পদ

আজ আমরা আমাদের মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান পালন করতে চলেছি। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈশ্বর তাঁর পরিবারে তাঁর সন্তানদের স্বাগত জানান। জগতের নিয়ম অনুসারে, কখন অন্যরা আমাদের স্বাগত জানায়? যখন আমরা কোনও কাজ সম্পন্ন করি বা আমরা আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূর্ণ করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাই, তখনই অন্যরা আমাদের স্বাগত বা অভিনন্দন জানিয়ে থাকে। কিন্তু বাপ্তিস্মের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। কারণ, বাপ্তিস্ম হল শুরু করা কথা। বাপ্তিস্ম হল নতুন করে যাত্রা শুর করা, গন্তব্যস্থানে পৌঁছান নয়। আর এ হল এমন যাত্রার সূচনা বা এমন জীবনে প্রবেশ, যেখানে বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রলোভনের উপস্থিতির কথা যীশু নিজে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই, বাপ্তিস্মের দ্বারা ঈশ্বর তাঁর পরিবারে আমাদের স্বাগত জানিয়ে থাকেন।

নতুন নিয়মের ৪টি সুসমাচারের মধ্যে যখন কেবল ২টি সুসমাচার যীশুর জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়ে শুর হয়েছে, তখন কিন্তু ৪টি সুসমাচারই যীশুর পার্থিব পরিচর্যার কথা বলার আগে যোহন বাপ্তাইজকের পরিচর্যার কথা আমাদের জানিয়েছে। প্রেরিত পিতরও একইভাবে যীশু খ্রীস্টের দ্বারা সন্ধির সুসমাচারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে যোহন বাপ্তাইজকের কথা উল্লেখ করেছে, ***"তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে একটি বাক্য প্রেরণ করেছেন; যীশু খ্রীস্ট দ্বারা সন্ধির সুসমাচার প্রচার করেছেন; ইনি সকলের প্রভু। আপনারা সেই কথা জানেন, যা যোহন কর্তৃক প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর গালীল থেকে শুরু হয়ে সমস্ত যিহূদিয়াতে ব্যাপিয়া গেল"*** (প্রেরিত ১০:৩৬-৩৭)।

আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, ঠিক তার পরবর্তী অংশে (মথি ৩:১৩-১৭) আমরা দেখতে পাই যোহন বাপ্তাইজকের কাছে যীশু বাপ্তাইজিত হতে এসেছেন। যোহন যখন যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করতে ও মন-পরিবর্তনকারীদের যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিতে ব্যস্ত, তখন যীশু যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রায় ৪০০ বৎসর ধরে ইস্রায়েল ঈশ্বর প্রেরিত কোনও ভাববদীকে দেখেনি, এমন পরিস্থিতিতে যোহন সেই আগত মশীহের জন্য প্রতীক্ষিত ইস্রায়েলীদের কাছে আধাত্মিক নবীকরণের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। যোহনের চারিদিকে সমবেত জনতা যোহনের পরিচয় সম্বন্ধে কৌতুহলী ছিল, যেহেতু তারা মশীহের অগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেইহেতু অনেকেই যোহনকে খ্রীস্ট হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল। তাদের সেই চিন্তার কথা শুনে যোহন পরিস্কারভাবে নিজের পরিচয় তাদের কাছে প্রকাশ করেছে, কোনও কিছুই লুকিয়ে রাখেনি, ***"আর লোকেরা যখন অপেক্ষায় ছিল, এবং যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করছিল, কি জানি, এনিই বা সেই খ্রীস্ট, তখন যোহন উত্তর করে সকলকে বলল, আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করছি বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার থেকে শক্তিমান, যার জুতোর ফিতে খোলার যোগ্য আমি নই; তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তাইজিত করবেন"*** (লুক ৩:১৫-১৬)।

ইস্রায়েলের অন্যান্য প্রকৃত ভাববদীদের মতো যোহনও দৃঢ়তা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে তার কাছে আগত মানুষদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সামাজিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে, যোহনের থেকে অনেক অভিজাত লোকেরাও যখন যোহনের কাছে এসেছে, যোহন তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের চেতনা দিয়ে মন পরিবর্তন করতে বলেছে। কিন্তু তারা যখন যোহনের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে, তখন যোহন কোনওভাবে কপটতার আশ্রয় না নিয়ে, নিজেকে আগত মশীহ থেকে পৃথক করেছে। সে নিজেকে সেই আগত মশীহের অগ্রদূত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে মশীহ যে কত মহান, তা বর্ণনা করতে গিয়ে, যোহন নিজেকে সেই খ্রীস্টের দাস হবারও যোগ্য নয় বলে উপস্থাপিত করেছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তখনকার দিনের চিন্তায় সবথেকে নিম্নমানে কাজ ছিল, অন্যের পা-ধোয়াবার আগে তার জুতো খোলা। সেই সময় কেবল ক্রীতদাসেরা এই কাজ করত। এই কাজ কতখানি নিম্নমানের ও নোংরা ছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। কারণ ইস্রায়েলের মতো ধূলো-মাটিতে পরিপূর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে যখন কেউ বাড়ীতে পৌঁছাত, তখন তাদের জুতোয় কেবল ধূলো নয়, গাধা বা উটের মলও লেগে থাকত। (তখনকার দিনে প্যালেস্টাইনের শিক্ষাগুরুরা তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে কোনও অর্থ বা জীবিকা গ্রহণ করত না, কিন্তু শিষ্যরা তাদের গুরুদের সমস্ত কাজে সাহায্য করত। সেই সময়কার ইহূদী সাহিত্য থেকে আমরা জানি যে, **"একজন ক্রীতদাস তার মনিবের জন্য সে সমস্ত কাজ করত, একজন শিষ্যও তার গুরুর জন্য 'তার জুতোর ফিতা খোলা ছাড়া' সমস্ত কাজ করতে বাধ্য থাকবে।")** এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যোহন বাপ্তাইজক তার এই কথার দ্বারা কতখানি নম্রতার পরিচয় দিয়েছে, ক্রীতদাস ছাড়া কেউ যে কাজ করে না, যোহন যীশুর প্রতি সেই কাজ করারও যোগ্য নয়।

এখন, যোহন বাপ্তাইজক যে বাপ্তিস্ম শুর করেছিল, তা সেই সময়কার মানুষদের জীবনে ভালো রকমের সারা জাগিয়ে ছিল। কারণ, ইহূদীদের কাছে জলে বাপ্তিস্মদান যদিও নতুন ঘটনা ছিল না, কিন্তু এতোকাল তাদের কাছে বাপ্তিস্ম যে অর্থে ও যাদের জন্য সাধিত হয়েছিল, যোহন তার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। ইহূদীরা সেইসময় যে বাপ্তিস্মের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তা ছিল পরজাতিদের জন্য। পরজাতিরা যখন ইহূদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হত, তখন ইহূদীদের সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য তাদের ৩টি নিয়ম পালন করতে হত- (১) স্নান, (২) ত্বকচ্ছেদ ও (৩) পশুবলি। সেই বাপ্তিস্মের স্নানের দ্বারা তারা পরজাতি হিসাবে তাদের মলিনতা থেকে নিজেদের শূচি করত। যখন কোনও পরজাতি পরিবার ইহূদীধর্মের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হত, তখন তার পরিবারের সকলে সেই বাপ্তিস্মের স্নানের দ্বারা নিজেদের শূচি করত। বাপ্তস্মের স্নানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারে যতজন পুরুষ থাকত, তারা সকলে ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হত এবং পরিবারের প্রধান পশুবলি উৎসর্গ করত। মথি ২৩:১৫ পদকে ভিত্তি করে অনেকে ধরে থাকে যে, যোহন বাপ্তাইজকের সময়ও পরিজাতিদের ধর্মান্তরিতকরণের এই পদ্ধতি প্রচালিত ছিল।

কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক যর্দনের জলে লোকদের যে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিল, তা ছিল এই পরজাতিদের ধর্মান্তরিত- করণের বাপ্তিস্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। (১) যোহন পরজাতিদের বাপ্তিস্ম দেয়নি, কিন্তু ইহূদীদের বাপ্তিস্ম দিয়েছে এবং স্পষ্ঠ করে তাদের বলেছে যে তাদের ইহূদী ঐতিহ্য তাদের রক্ষা করতে পারে না। (২) এই বাপ্তিস্ম পরজাতিদের ধর্মান্তরিতকরণের বাপ্তিস্মের ন্যায় নিজেদের দ্বারা সাধিত হতে পারত না। আমি নিজে জলের মধ্যে নেমে গিয়ে স্নান করার দ্বারা এই বাপ্তিস্ম পেতে পারি না, অন্যের হাত থেকে আমাকে এই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হত। (৩) যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল পরিশেষের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, 'আগামী কোপ' থেকে রক্ষা পাবার ইচ্ছা ছিল এর সঙ্গে জড়িত।

তাই, তার কাছে সমবেত ইহূদীদের উদ্দেশ্যে যোহন বাপ্তাইজক এমন কথা বলেছে, *"আমি তোমাদের মন পরিবর্তনের জন্য জলে বাপ্তাইজ করছি . . .।"* পিতর তার প্রথম পত্রে খ্রীস্টীয় বাপ্তিস্মের কথা বলতে গিয়ে এমন কথা বলেছে, *"মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎবিবেকের নিবেদন-তাহাই যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ করে"* (১ পিতর ৩:২১)। তাই, যখন আমরা, বাপ্তিস্মের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করে (বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের পরিবারে সংযুক্ত হবার বাহ্যিক চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক) বাপ্তিস্মে অংশগ্রহণ করি, তখন আমরা কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য থাকি। যার ফলস্বরূপ, বিশ্বাসী আমাদের জীবনে, একদিকে, শরিরের প্রতি সাধিত এই বাহ্যিক চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক, ও অন্যদিকে, আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর প্রদত্ত অনুগ্রহ একসঙ্গে সাধিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমরা বাইবেলের অন্যত্রও ইঙ্গিত পেয়ে থাকি: *"আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করব, তাতে তোমরা শুচি হবে; আমি তোমাদের সমস্ত অশৌচ থেকে ও তোমাদের সমস্ত পুত্তলি থেকে তোমাদের শুচি করব। আর আমি তোমাদের অন্তরে নতুন আত্মা স্থাপন করব; আমি তোমাদের মাংস*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করব, ও তোমাদের মাংসময় হৃদয় দেব'' (যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৬)। ইব্রীয় পুস্তকের লেখকও এ বিষয়ে এমন কথা বলেছে, *''. . . আমরা হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্বক মন্দ থেকে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হয়েছি''* (ইব্রীয় ১০:২২)। তাই, যারা বিশ্বাসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকে, তাদের জীবনে পরিত্রাণের ফলপ্রসূ উপায় হিসাবে বাপ্তিস্ম কাজ করে, অবশ্য তা বাপ্তিস্মের নিজ গুণে নয় বা বাপ্তিস্মদানাকারী ব্যক্তির গুণেও নয়, কিন্তু খ্রীস্টের আশীর্বাদ ও পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারাই সাধিত হয়।

বাপ্তিস্মদানকারী ব্যক্তি যোহন বাপ্তাইজকের মতো প্রভুর মহান দাসের দ্বারাও বাপ্তিস্মের শুভফল আনয়ন করা সম্ভব নয়। যোহন যা করতে পারে, তা হল, মন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষদের কাছে প্রচার করা। যোহন বাপ্তাইজক কেবল এর বাহ্যিক চিহ্ন *(sign)* যোগান দিতে পারে, কিন্তু বাপ্তিস্মের দ্বারা যাকে চিহ্নিত *(signified)* করা হয়, তা যোহনের থেকে শক্তিমান, যোহন যার অগ্রদূত, এমন মহান ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হবে। তাই, যোহন আরও বলেছে, *''কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, . . . তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তাইজ করবেন''* (মথি ৩:১১খ)। আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে এই কথার দ্বারা যোহন তার অনুসরণকারীদের কাছে যীশু খ্রীস্টের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

এখন, যোহন যদিও জলে বাপ্তাইজ করে; যীশু খ্রীস্ট কিন্তু পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন। যীশু খ্রীস্টের দ্বারা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবার অর্থ- যীশু খ্রীস্ট তাঁর আত্মা তাঁর অনুসরণকারীদের উপর প্রেরণ করবেন (প্রেরিত ১:৮); তাদের উপর তাঁর আত্মা সেচিত হবে (ঢেলে দেওয়া হবে) (প্রেরিত ২:১৭, ৩৩); বা তাদের উপর তাঁর আত্মা পতিত হবে (প্রেরিত ১০:৪৪; ১১:১৫)। আমরা যখন জগতের পাপের অন্ধকার থেকে ঈশ্বরের আলোর কাছে আসি, আমরা তখন পবিত্র আত্মা ও আগুনের দ্বারা বাপ্তাইজিত হই। কারণ, যীশু খ্রীস্টই আমাদের নতুন জন্মের আত্মা দিয়ে থাকেন, এবং এই আত্মাই সমস্ত মলিনতা থেকে আমাদের শূচি-পরিষ্কৃত করেন, যেমন আগুন করে থাকে।

এখানে, একাধারে পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তাইজ করার কথা বলার কারণ কী? এ বিষয়ে ২ ধরণের মত দেখতে পাওয়া যায়। (১) অনেকে বলে থাকেন যে, যোহন বাপ্তাইজকের এই কথার মধ্যে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণের মাধ্যমে যে আশীর্বাদ প্রদত্ত হয়েছিল, তার পূর্বভাষ বর্তমান। এই ব্যাখ্যানুসারে, পবিত্র আত্মার অবতরণের দিনে যে অগ্নিবৎ জিহ্বা (প্রেরিত ২:৩) দেখা গিয়েছিল, তাকে এখানে যোহন আগুনে বাপ্তাইজিত হবার কথা বলেছে। (২) আবার অনেকে, যোহনের এই কথার মধ্যে যীশু খ্রীস্টের বাপ্তিস্মের দুটি দিক দেখতে পায়- ক) ধার্মিকদের জন্য আশীর্বাদ এবং খ) দুষ্টদের জন্য বিচার। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে আগুনের দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধকে বর্ণনা করা হয়েছে (২ বিবরণ ৯:৩; ৩২:২২; গীত ১১:৫, ৬; যিশা ৫:২৪, ২৫; যির ৪:৪; মথি ৫:২২; ইব্রীয় ১০:২৭; ইত্যাদি)। আবার অনুগ্রহের কাজকে নির্দেশ করতে গিয়েও আগুনের কথা বলা হয়েছে (যিশা ৬:৬, ৭; সখরিয় ১৩:৯; মালাখি ৩:৩; ১ পিতর ১:৭)। এই কারণে, যোহনের এই কথার মধ্যে আশীর্বাদ অর্থে পঞ্চাশত্তমী ও তা পরবর্তী সময়ে পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বরের ক্রোধকে নির্দেশ করা হয়েছে বলে, তারা মনে করে। যীশু খ্রীস্ট যেমন ধার্মিকদের শুচি করেন, ঠিক তেমনই তিনিই পৃথিবী থেকে দুষ্টদের দূর করবেন। আবার পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ভাববাণী যেমন মশীহের প্রথম আগমনের সঙ্গে দ্বিতীয় আগমনের বিভিন্ন ঘটনাকে একযোগে উল্লেখ করে, তেমনই যোহনের এই কথার মধ্যেও আমরা সেই বৈশিষ্ঠের উপস্থিতি আশা করতে পারি। এ থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, এখানে যোহন আগুন বলতে পঞ্চাশত্তমী ও শেষ বিচারকে একাধারে নির্দেশ করেছে।

যীশুর পার্থিব পরিচর্যার কাজ সম্বন্ধে যোহন বাপ্তাইজক ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় এমন ভাববাণী করলেও, যোহন নিজে তার অর্থ কতখানি উপলব্ধি করেছিল, তা বলা কঠিন। কারণ, পরবর্তী সময়ে আমরা এই যোহনকে হেরোদের দ্বারা কারাগারে বন্দি হতে দেখব এবং তখন সে তার শিষ্যদের দ্বারা যীশুর প্রকৃত পরিচয় জানতে এই বলে প্রেরণ করবে, *''যাঁর*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?'' (মথি ১১:৩)। এর কারণ যোহন উপলব্ধি করেছিল যে, যীশুর দ্বারা সুসমাচার প্রচারের কাজ সাধিত হয়ে চলেছে, কিন্তু মশীহের দ্বারা যে বিচারের কাজ সাধিত হবার কথা, তা তখনও শুরু হয়নি। যোহন যে কথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তা হল, যীশু খ্রীস্ট অবশ্যই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ এবং মশীহের দ্বারা যে বিচার কাজ সাধিত হবার কথা যোহন নিজে ভাববাণী করেছে, তা যীশুই সাধন করবেন, যদিও তা তাঁর প্রথম আগমনের দ্বারা নয় কিন্তু দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা সাধিত হবে। একটি ভাববাণী হওয়া সত্বেও তার পূর্ণতা যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লাভ করবে, তা যোহন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

যাইহোক, আজ আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য থেকে সেই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি, তখন আসুন আমরা আমাদের জীবন সেই উপলব্ধি তথা বিশ্বাস অনুসারে যাপন করি। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরনের পর থেকে তিনি যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাস করেন, তিনি আমাদের মধ্যে ক্রমশ খ্রীস্টের উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত হবার কাজ শুরু করেছেন, যা আমাদের পার্থিব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। তা-ই, আমরা তাঁর দ্বিতীয় আগমণের দ্বারা শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন তিনি বিশ্বাসী ধার্মিকদের অনন্ত পুরস্কার ও অবিশ্বাসী দুষ্টদের অনন্ত শাস্তি প্রদান করবেন। আসুন, এই সত্যে আমরা নিজেরা নিশ্চিত হই এবং প্রভুর হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের কাছে পৌঁছে দিই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com